participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক অধিকার বার্তা

মানুষের জন্য manusher jonno promoting human rights and good governance

৫৬ তম সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবন ১৪২২, জুলাই-২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ,

নিয়মিত গ্রাম আদালতে, জনমনে স্বস্থির ভাব।

ইউনিয়নের সাধারন নাগরিকরা সর্বদাই স্থানীয় সরকার বা ইউনিয়ন পরিষদের উপর তাদের আস্থা রাখতে চায়।তারা তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে খুব সহজেই আভাব অভিযোগগুলো উপস্থাপন করে এবং সুষ্ঠ সমাধানের আশা করে।

তাই ইউনিয়নে বসবাসরত সাধারন মানুষগুলোর জন্য গ্রাম আদালত অত্যান্ত গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করে।যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তৃনমুলের সাধারন মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও হত দরিদ্ররা সবার আগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার এর শরনাপন্ন হয়,নালিশ করে এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহনের আবেদন করে।

চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে গ্রাম আদালত কার্যক্রম চলছে পরিচালিত

কিন্তু ভোলা জেলার, লালমোহন উপজেলার, ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বন্ধ ছিলো দীর্ঘ দিন ধরেই।সাধারন মানুষের একান্ত প্রয়োজনে ইউনিয়ন থেকে দুরের উপজেলায় গিয়ে চেয়ারম্যান ও সচিবের সাথে দেখা করতে হত তাদের বাড়িতে।এটা যেমন ছিলো ব্যায় ও সময় স্বাপেক্ষ তেমনি সাধারন নাগরিকদের জন্য অত্যান্ত দুর্ভাগ্যেরও।ইউনিয়ন পরিষদ ভবন কার্যত তালা বন্ধই থাকত ।

ইউনিয়ন জনসংগঠনের দক্ষ নেতৃ বৃন্দ তাদের নিজেদের যোগ্যতায় পরিষদের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন কমিটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের মতো গুরুত্বপুর্ন সভাগুলোতে এখন নিয়মিত অংশগ্রহন করছে।চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে সমন্বয় করে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ বিনির্মানে ভুমিকা রাখছে ও সার্বক্ষনিকভাবে পরিষদকে উৎসাহ প্রদান করছে।

ইউনিয়ন জনসংগঠনের বারবার প্রচেষ্টা ও দ্বী-মাসিক ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় একাধিকবার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ গত এক বছর ধরেই গ্রাম আদালত কার্যক্রমটি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে।সাপ্তাহের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নির্দীষ্ট সময়ে এখন ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সেই গ্রাম আদালত বসে।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব জনাব মো: মেকাম্মেল হক এর কাছে গ্রাম আদালত এর বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন,গত এক বছরে অর্থাৎ ১৫-১৬ অর্থ বছরে রেজিষ্টার ভুক্ত আবেদনের সংখ্যা ২৫০টি এবং অলিখিত প্রায় ৩০০টি অভিযোগ পাওয়া গেছে।এ সকল অভিযোগের মধ্যে লিখিত মিমাংসা হয়েছে ১৯২টি এবং অলিখিত সমস্যা সমাধান হয়েছে ২৩০টি। অভিযোগ গুলো যদি কোর্ট বা থানায় যেত তা হলে টাকার অংকে যাদি হিসাব করা হয় তা হলে প্রতি অভিযোগ ও মামলায় নুন্যতম ৫০০০টাকা খরচ হত এবং ৫০-৬০ লক্ষ্য টাকার বেশী খরচ হয়ে যেত।পূর্ববতী বছরের পরিসংখ্যান জানতে চাইলে তিনি বলেন এর আগে কোন আভিযোগ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হতো না আসলে রেজিস্টারই ব্যাবহার করা হতো না।

চেয়ান্যান জনাব আবুল বাসার সেলিম মৃধা বলেন, গ্রাম আদালত চালানো কঠিন কাজ, জন প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের তা করতে হয়। এজন্য আমাদের সুনাম ও বদনাম দুটোই শুনতে হয়। তার পরেও জনগনের স্বার্থে এখন করছি।এতে সাধারন জনগনের হয়রানি বন্ধ হয়েছে।এই গ্রাম আদালাত কার্যক্রম নিয়মিত চালু করার জন্য জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ আমাদের পেছনে সবসময় লেগেই থাকতো। আসলে জনগন অনেক মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কোস্ট ট্রাস্ট-দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পটি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রেরনা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম আদালতে আসা বিচার প্রার্থী মো: নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত: খোরশেদ আলম,ওয়ার্ড নং-৬,আসুলী ফরাজগঞ্জ বলেন, আমি প্রায় ১বছর ধরে আমার জায়গার সীমানা নিয়ে কষ্ট করছি কোন উপায় না পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর কাছে আসি এবং নালিশ করি। ১৫দিনের মধ্যেই আমি আমার সুষ্ঠ বিচার পাই। আমি অনেক খুশি। তিনি আরও বলেন, এধরনের অভিযোগ যদি দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ হয় তা হলে জনগনের অনেক টাকা ও বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। একটা ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

জনস্বার্থে উম্মুক্ত থাকছে ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন জনসংগঠনের প্রচেষ্টায় অবশেষে জনস্বার্থে উম্মুক্ত থাকছে ইউনিয়ন পরিষদ। এখন থেকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ খোলা থাকবে,গ্রাম আদালত,বিচার সালিশি সহ যে কোন নাগরিক সেবা পেতে কোন নাগরিককেই যেন আর হয়রানির শিকার হতে না হয় সে দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে।পক্ষিয়া ইউনিয়ন জনসংগঠন কতৃক আয়োজিত,ভোলা জেলার,বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদের "নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে" ইউপি চেয়ারম্যান জনাব নাগর হাওলাদার এ ঘোষনা দেন। তিনি আরো বলেন আর হয়রানি হতে হবে না,জনগনের ইউনিয়ন পরিষদ জনগনের জন্য সব সময় উম্মুক্ত থাকবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে ইউপি চেয়ারম্যান

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে ইউনিয়ন জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন বোরহানগঞ্জ বাজারটি বোরহানউদ্দিন উপজেলার সবচেয়ে ব্যাস্ততম বাজার।বাজারের পাশেইইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়নের যে কোন প্রান্ত থেকেই সাধারন নাগরিকরা কোন না কোন কাজে উক্ত বাজারে আসে প্রতিদিনই।দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এমন একটি ব্যাস্ততম জায়গায় অবস্থান করার পরও ইউনিয়ন পরিষদটি প্রায় সময় বন্ধ থাকে।কেউ জানেনা ইউনিয়ন পরিষদটি কখন খোলা থাকে এবং কখন বন্ধ হয়।ইচ্ছে মাফিক চলছে,ফলে দুর দুরান্ত থেকে আসা জনসাধারন সেবা নিতে এসে পরিষদ তালা বন্ধ দেখে হতাশ হয়ে ফিরে যায় সেই সাথে তাদের মনে অভিমান,ক্ষোভ ও অভিযোগ এর জন্ম নেয়।

ইউপি সচিবের রুম এখন নিয়মিত খোলা থাকছে

ইউনিয়ন জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে ইউনিয়নে বসবাসরত সকল জনগনের স্বার্থে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়টি উম্মুক্ত রাখার জন্য উপস্থিত নব নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। ইউনিয়নপরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব নাগর হাওলাদারের কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী ৮ নং পক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদটি এখন জনসেবায় উম্মুক্ত থাকছে, ইউপি সচিব,ইউপি চেয়ারম্যান,তথ্য সেবা কেন্দ্র সহ সরকারি দপ্তরের

প্রতিনিধিদের উপস্থিতি প্রতিদিনই ইউনিয়ন পরিষদের প্রান চাঞ্চল্যতাকে বাড়িয়ে তুলছে। দুর দুরান্ত থেকে আগত সাধারন নাগরিকরা পরিষদে এসে তাদের সেবা গ্রহন করছে।পেছনের সকল জড়তাকে পাশ কাটিয়ে পক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদটি এখন ইউনিয়নের সাধারন জনগনের সেবায় সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী উন্মুক্ত থাকছে।

গত ২৬/০৭২০১৬ইং ইউনিয়ন পরিষদে ৪নং ওয়ার্ডের,পাটোয়ারী বাড়ির বাসিন্দা, আব্দুল মালেক ইউনিয়ন পরিষদে এসেছিলেন নাগরিকত্ব সনদ নিতে,তিনি বলেন আগেও কয়েকবার এসেছিলাম কিন্তু পরিষদ বন্ধ পেয়েছি তাই ফিরে গেছি।আশেপাশের মানুষজনের কাছে শুনতে পেলাম পরিষদ এখন নিয়মিত খোলা থাকে তাই আজকে এসেছি এবং খোলা পেয়েছি।

স্ব-উদ্যোগে নাগরিক কমিটির বাশের সাকো নির্মান

হাসান নগর ইউনিয়নটি,ভোলা জেলার, বোরহানউদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি নদীভংগা কবলিত ইউনিয়ন। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে তথা রাস্তা-ঘাট , পুল-সেতু ও বেরিবাধের সংস্কারের অভাবে অনায়াসে জোয়ারের পানি ঢুকে প্লাবিত হয় উক্ত ইউনিয়নের অধিকাংশ বাড়ি ঘর ও রাস্তা ঘাট।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও অবকাঠামোগত ও ননঅবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা সহ সাধারন নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্বশীল ভুমিকা পালন করতে ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্রকল্পের শুরুতেই।সভায় ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ খুজে বের করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

খেয়া নৌকা দিয়ে পার হচ্ছে সাধারন নাগরিকরা

গত ২৩শে জুলাই ২০১৬ নিয়মিত মাসিক সভায় নাগরিক কমিটির পল্লী অবকাঠামোগত বিষয়ক সম্পাদক তছলিম মাঝি উপস্থাপন করেন আমাদের অত্র ওয়ার্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই মুহুর্তে নয়া বাড়ির দরজার উপর ভাঙ্গা বাশের সাকোঁটি,ভেংগে যাওয়ায় বর্তমানে সাকোটি দিয়ে একেবারেই যাতায়ত করা যায়না, খেয়া দিয়ে পারাপার হতে হয় অথচ সর্বস্তরের জনগনের আসা যাওয়ার পথ এই দিক দিয়েই।

সভায় বিষয়টি অত্যান্ত গুরুতের্ব সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় নাগরিক কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে ৩জন ইউপি চেয়ারম্যান এর সাথে দেখা করে অতি দ্রুত সাকোটি নির্মানের জন্য বরাদ্দের দাবী করবেন।কেননা দীর্ঘ দিন সাকোঁটি ব্যাবহার উপযোগী না থাকায় উক্ত ওয়ার্ডের ছেলে মেয়েরা যারা স্কুল, মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে শত শত মানুষ যারা নিত্যদিন বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় আসা যাওয়া করে তারা মারান্তক সমস্যার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে এবং ব্যহত হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন সকল কার্যক্রমের।

নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে সাকো তৈরির কাজ চলছে

ইউপি চেয়ারম্যান এর কাছে বিষয়টির আবেদন করলে ইউপি চেয়ারম্যান বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং নদীর তীরে বসবাস করলে এরকম কষ্ট সহ্য করতে হবে বলে তাদেরকে জানান এবং এই মুহুর্তে কোন প্রকার বরাদ্দ নেই বলে তাদের ফিরিয়ে দেন। ইউপি চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে কোন সহযোগীতা না পেয়ে তারা এলাকায় ফিরে গিয়ে নাগরিক কমিটির সাথে আবারো আলোচনায় বসে এবং সিদ্ধান্ত নেন নিজেদের উদ্যোগেই সাকোঁটি তৈরী করবেন এবং নিজেদের কষ্ট নিজেরাই দূর করবেন।

ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি মো: নজরুল ইসলাম নেতৃত্বে সকল সদস্যরা মিলে গত ২৭-২৮শে জুলাই ওয়ার্ডের সকল প্রকার জনসাধারনের কাছ থেকে যার যার সামর্থ অনুযায়ী নগদ টাকা,গাছ,বাশ ও শ্রম দিয়ে সাকোঁটি নির্মান করেন যার নির্মান ব্যায় দাড়ায় প্রায় ২০,০০০টাকা।

বর্তমানে সাকোঁটি দিয়ে দৈনিক প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষ সহজে স্কুল, মাদ্রাসা ও তাদের নিত্য দিনের কর্মকান্ডে আসা যাওয়া করতে পারছে। ৩নং ওয়ার্ডের খদিজা বেগম বলেন সাকোটির অভাবে আমাদের খেয়া দিয়ে আসা যাওয়া করতে হতো অনেক দুর্ভোগ পরতে হতো।এলাকার সাধারন মানুষরা তাদের অনুভুতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন নাগরিক কমিটির সদস্যরা স্ব-উদ্দ্যোগে সাকোঁ নির্মান করে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।যা ভবিষ্যৎে আমাদের সংগঠিত হয়ে কাজ করতে সহযোগিতা করবে। এই ধরনের মহতি উদ্দ্যোগের জন্য ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সবাইকে ধন্যবাদ জানায় তারা।

সাকো তৈরির পর জনসাধারনের পথ চলাচল

ওয়ার্ড সভায় দাবির প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী কার্ড আদায়।

ওয়ার্ড সভায় দাবীর মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী কার্ড পেলেন প্রতিবন্ধী ঝুমুর। ঝুমুর বেগম,বয়স প্রায় ৮ বছর,তার মা ও বাবার সাথে ভোলা সদর উপজেলার,৮নং আলীনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বসন আলী ফরাজি বাড়িতে বসবাস করেন।তার পিতা মো: সবুজ মিয়া পেশায় একজন দিন মজুর,অভাবের সংসার,ঝুমুর শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী তাই তাকে নিয়ে তার পরিবারের দু:শ্চিন্তার ও শেষ নেই।

শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধী ঝুমুর বেগম

বার কয়েক ইউপি সদস্যকে মেয়েটির জন্য একটি প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ডের কথা বললেও কোন গুরুত্ব দেয়নি।যে কয়টি সীমিত বরাদ্দ আসে তাও সুষ্ঠভাবে বন্টন করা হয়না, বিভিন্ন ভাবেই ভাগ হয়ে যায়।তাই আশা করাও যেন বৃথা।

গত জুন ২০১৬ইং মাসে ইউনিয়ন পরিষদ তার বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও হত দরিদ্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতের লক্ষে প্রতি ওয়ার্ডের মতো গত ১৪/০৬/২১০৬ইং ৫নং ওয়ার্ডের ফরাজী বাড়ির দরজায় ওয়ার্ড সভার আয়োজন করে।নিয়মঅনুযায়ী ওয়ার্ড সভার মাইকিং প্রচার করা হয়।

সবুজ মিয়া তার মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে উক্ত ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত হন।এবং উন্মুক্ত আলোচনার সময় উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সামনে তিনি তার দাবী পেশ করেন এবং বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিবেচনার সুপারিশ করেন।উপস্থিত নাগরিক কমিটির সদস্যরা এই দাবীকে জোড়ালোভাবে সমর্থন ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার সুপারিশ করলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাষ দেন।

গত ২৮/০৬/২০১৬ইং তারিখ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব বশির আহমেদ সরকারি চাহিদা অনুযায়ী ২৫জনের প্রতিবন্ধীদের নামের চুড়ান্ত তালিকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুমুরের নামটি অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ঐ দিনই চুড়ান্ত তালিকাটি সমাজ সেবা অধিদপ্তরের নিকট প্রেরন করেন তারা এখন থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত এই ভাতা পাবে।

এব্যাপারে সেলিম মিয়ার অনুভুতি জানতে চাইলে সে বলে অভাবের সংসার,মেয়েটা প্রতিবন্ধী,আয় রোজগারও নেই,সারাক্ষন দুশ্চিন্তায় থাকি মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে।কোন সুযোগ সুবিধাই পাইনি কখনো,নাগরিক

কমিটির সদস্যরা আমার জন্য সুপারিশ করেছে,ওয়ার্ড সভায় দাবী না করলে আমি এই প্রতিবন্ধী কার্ডের সুবিধাটি পেতামনা,আমার মেয়েটা এখন থেকে সারাজীবন এই সুবিধাটি পাবে।

সবুজ মিয়ার মতো অনেকেই এখন মনে করছে স্থানীয় উন্নয়ন এর পাশাপাশি হত দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড সভার কোন বিকল্প নেই। ইউনিয়ন পরিষদ জনগনের সামনেই তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে এখন হত দরিদ্রদের সেক্টর ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করছে এবং তা অনুসরন করছে।আগে যা চিন্তাও করা যেত না।

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	৯৯
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১১
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৬	০৫
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১৬	১২
কর সংলাপ	০৩	০৩
নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সংবর্ধনা	০৫	০৫
স্যোশাল অডিট	৫৩	৫৩

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য"

মোঃ আবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৪৩৬
hasan@coastbd.net www.coastbd.net